২৮ জানুয়ারি নিহত ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলামের অসহায় পরিবার

সাতকানিয়া

জামায়াতের রামরাজত্ব

সুমি খান, *চট্টগ্রাম থেকে*

চট্টগ্রামে জামায়াতের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ের বলি হচ্ছেন একের পর এক সাধারণ নিরীহ মানুষ। এ ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সাতকানিয়া জামায়াতের 'রামরাজত্বে' পরিণত হয়েছে। সন্ত্রস্ত এলাকাবাসী সম্প্রতি সরকারের উচ্চপর্যায়ে এলাকার 'ত্রাস' জামায়াত ক্যাডারদের 'লিস্ট' পাঠিয়ে অসহায়ের মতো অপেক্ষায় আছে কবে সাতকানিয়া শান্ত হয়ে ঘরে ফিরে আসবে এলাকাছাড়া নিরীহ জনগণ।

'এবাদত'-এর নামে একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের পরাজিতশক্তি জামায়াত তরুণ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরে হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজির গভীর নীল নকশা। অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় কিশোর-তরুণরা জামায়াত নির্দেশিত এ নীল নকশায় নিজেদের অজান্তেই জড়িয়ে পড়ে। 'এবাদত'-এর নামে একের পর এক স্বজন হত্যাসহ নানা অপকর্মের পর যখন উপলব্ধি হয়েছে তাদের তখন আর পিছু ফেরার পথ নেই। অন্ধকারের অপশক্তি জামায়াত নেতৃত্বের বন্দুকের নল তখন তার দিকেই তাক করা।

সাতকানিয়ার সাম্প্রতিক চিত্রের বাস্তবতা এমনই ভীতির জন্ম দিয়েছে সাধারণের মধ্যে। যারা আগে কথা বলেছিল, তারা ভীত-সন্ত্রস্ত যে কখন মেরে ফেলবে তাদেরকে।

একে-৪৭সহ ধৃত মঞ্জু ডাকাত (সাংসদ শাহজাহান চৌধুরীর ভাগিনা) গোল চিহ্নিত

হেলিকপ্টারে এসে সাঈদী শো-ডাউন

সম্প্রতি বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির ইউনিয়ন প্রতিনিধি সম্মেলনে। এর সাতদিনের মাথায় গত ১৯ ফেব্রুয়ারি জামায়াত শো-ডাউন করে। সন্দ্বীপ থেকে শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি, দেলোয়ার হোসেন সাঈদী এমপি এবং সাতকানিয়ার স্থানীয় সাংসদ শাহজাহান চৌধুরী হেলিকপ্টারে করে নামেন সাতকানিয়া কলেজ মাঠে। ১৯ ফেব্রুয়ারি শনিবার দুপুর দেড়টায় সমাবেশে উপস্থিত হয় জামায়াত নেতৃবৃন্দ। শিবির কেন্দ্রীয় সভাপতি তার বক্তব্য দিয়ে একই হেলিকপ্টারে আবার ঢাকায় ফিরে যায়। এ সমাবেশ উপলক্ষে থানা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে সরকারি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে প্রচারণা চালানো হয়েছে। এলাকার প্রতিটি মাদ্রাসা-মসজিদ থেকে অধ্যক্ষ, সুপার, মুয়াজ্জিম, ইমামদের বাধ্য করা হয়েছে এই সমাবেশে এসে উপস্থিত হতে। হুমকি দেয়া হয়েছে সময়মতো উপস্থিত না হলে তাদের মসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সরকারি বরাদ্দ বন্ধ করে দেয়া হবে। সাতকানিয়া হাইস্কুল মাঠে এ সমাবেশ উপলক্ষে বন্ধ করে দেয়া হয় স্কুল। সকাল থেকে শিবিরকর্মীরা ব্যানার নিয়ে সাতকানিয়া হাই স্কুল মাঠে জমায়েত হতে থাকে। স্কুলের ভেতরেই বসানো হয় মেয়েদের পর্দার ঘেরা দিয়ে। বোয়ালখালী, চন্দনাইশ, সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, আনোয়ারা, বাঁশখালী, বান্দরবান থেকে দলের কর্মী-সমর্থকদের ব্যাপক জমায়েত করা হয়। এক স্কুলে জামায়াতের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে জামায়াতের থানা আমীর ডা. নূরুল হককে প্রধান করে 'এডহক' কমিটির মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়েছে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে।

সমাবেশে জামায়াতের গ্রুপিং প্রকাশ

জামায়াতের গ্রুপিংয়ের প্রকাশ্য রূপ প্রকট হয়ে ধরা পড়ে এই সমাবেশে। জামায়াত মহানগর আমীর মওলানা শামসুল ইসলাম, কর্মপরিষদ সদস্য মওলানা মুমিনুল হক বিশেষ অতিথি ছিলেন। এদের নামে লিফলেট, পোস্টারিংও হয়। বাস্তবে দেখা গেলো এরা কেউ উপস্থিত হননি। এরা উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের আরেকটি সমাবেশে। যা পত্রপত্রিকায় এসেছে। সাংসদ সাঈদী বক্তব্য রাখেন, "শাহজাহান চৌধুরী 'সোনার মানুষ'! তাকে ভোট দিলে আপনাদের পটিয়া (!) জেলা হবে।" উপস্থিত দর্শকরা হেসে উঠলে বলে 'বাঁশখালী না? বাঁশখালী জেলা হবে...' সাতকানিয়ার জনগণ আবার হেসে উঠলে সাঈদী আবার বলে ওঠেন- "হবে আর কি একটা। আমরা পূর্ণ ক্ষমতা হাতে পাবো, তখন আইন করে বাংলাদেশে 'কোরানি শাসন' কায়েম

যাঁদের কাছে পাঠানো হয়েছে সাতকানিয়ার সন্ত্রাসীদের তালিকা

১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া
২. বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমান
৩. প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী
৪. স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর
৫. আইজিপি
৬. ডিজি- র‌্যাব
৭. ডিজি- ডিজিএফআই
৮. পরিচালক- অপারেশন র‌্যাব
৯. ডিজি-এনএসআই
১০. ডিআইজি-চট্টগ্রাম রেঞ্জ পুলিশ
১১. পরিচালক- র‌্যাব-৭
১২. পুলিশ সুপার- চট্টগ্রাম জেলা

করবো।" শেষ পর্যন্ত 'সাতকানিয়া' সাঈদীর বক্তব্যে না এলেও 'তফসির মাহফিল'-এর নামে এ 'শো-ডাউন' করে জামায়াত সাংসদ শাহজাহান চৌধুরীর 'নির্বাচনী প্রচারণা' করে ক্ষমতাসীন সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব তারেক রহমানের উপস্থিতিতে হয়ে যাওয়া সমাবেশের পর চাঙ্গা হওয়া বিএনপির স্থানীয় নেতা-কর্মীর প্রতি যেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলো জামায়াত সেখানে। এই সমাবেশের বক্তৃতা মঞ্চ থেকে প্রতিটি আসবাবপত্র আনা হয়েছে উপজেলা অফিস থেকে। সরকারি আসবাব এখন যেন জামায়াতের দলীয় আসবাবে পরিণত হয়েছে- হেলিকপ্টারে এসে প্রশাসনে জামায়াতের সর্বোচ্চ ক্ষমতার প্রকাশ দেখিয়ে যেন সাতকানিয়াবাসীকে নতুন করে হুমকির মুখে দাঁড় করিয়েছেন শাহজাহান চৌধুরী এমপি। এ নিয়ে ধর্মমন্ত্রণালয়ের সংসদীয় কমিটির সভায় প্রশ্ন উঠেছে বলে জানা গেছে।

সরকারি খাস জমিতে সাঈদীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

জামায়াতের মূল ঘাঁটি সাতকানিয়া থানা জামায়াত আমীরের ডা. নূরুল হকের পরিচালিত মোজাদ্দেদ আল ফাসানী কিন্ডারগার্টেন সরকারি খাস জমিতে প্রতিষ্ঠিত। এই কিন্ডারগার্টেনের জায়গা অন্যদিকে। জামায়াতের নীলনকশা বাস্তবায়নে সাতকানিয়া থানার সঙ্গে লাগোয়া খাস জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই অবৈধ স্থাপনা। টিনশেড ইটের দেয়ালের এই স্থাপনার ওপর বহুতল ভবনের সুদূরপ্রসারি পরিকল্পনা। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি সাঈদী ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে এই অবৈধ স্থাপনার। ১৫ বছর ধরে জামায়াত কুক্ষিগত করে রেখেছে এই খাস জমি। জামায়াতের অবৈধ দখল থেকে কখনো

Wt bi“j nK mvZKwbqv _vbv Rvgvqv‡Zi Avgxi| hvi `B †Q‡j wbqšY Ki‡Q mvZKwbqvi mKj mš¿vm

cvj‡ki µmdvqv‡i wbnZ RvgvqvZ K¨vWvi bi“j Avjg| BwÄwbqvi Avwgbj Bmjvg nZ¨vq Awfh³ Ges Awf‡hv‡Mi `vq ¯^xKvi K‡i‡Q cvj‡ki Kv‡Q

এ খাস জমি মুক্ত হবে কি না তা অনিশ্চিত। অন্যদিকে সাতকানিয়া থানার পাশে জামায়াতের এ স্থাপনা থানাকে হুমকির মুখে দাঁড় করিয়েছে মনে করছে স্থানীয় জনগণ। কিন্ডারগার্টেনের আড়ালে জামায়াতের এই সন্ত্রাসী ঘাঁটি আওয়ামী লীগ আমলে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। এরপরও প্রকাশ্যে এ সন্ত্রাসী ঘাঁটি কেন্দ্র করে জামায়াতের সন্ত্রাসী তৎপরতা বেড়েই চলেছে- প্রশাসন নির্বিকারভাবে এ সন্ত্রাসে সহায়ক ভূমিকায়।

নতুন প্রার্থিতায় জামায়াত

৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই জামায়াতের নির্বাচনী প্রচারণা চলছে! এলাকার নাজুক পরিস্থিতিতে শঙ্কিত দলীয় নেতারা। সাতকানিয়া থেকে এবার মনোনয়ন পেতে পারেন জামায়াতের চট্টগ্রাম মহানগর আমীর শামসুল ইসলাম অথবা কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মুমিনুল হক চৌধুরী অথবা শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি হামিদ হোসাইন আযাদ। এরা প্রত্যেকেই সাতকানিয়ার। সাংসদ শাহজাহান চৌধুরীর সংসদ সদস্য পদ হয়তো আর থাকছে না- দলের ভেতরেই উঠেছে প্রতিবাদ। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম-১৪ আসনে ৮ম সংসদ নির্বাচনে জোটভুক্ত শরিক দল বিএনপি জামায়াতের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ নেয়- যা এখন ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে।

অন্যদিকে একই আসনে কর্নেল অলির অবস্থান এখনও ভালো মনে করছে এলাকাবাসী। জামায়াত ক্যাডারদের অব্যাহত সন্ত্রাসের কারণে জামায়াতের বিরুদ্ধে প্রচন্ড ক্ষোভের প্রকাশ্য রূপ আগামী নির্বাচনে বিরাট প্রভাব ফেলবে বলে মনে করছে স্থানীয় জনগণ। তবে এই পরিস্থিতির সুযোগ নেবার মতো অবস্থান আওয়ামী লীগের এখন নেই। এই শূন্যতায় মেধাবী নেতৃত্ব সৃষ্টির সুযোগ রয়ে গেছে প্রগতিশীল শক্তির- যা আদৌ কাজে লাগাতে পারবে কি না তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ এলাকাবাসীর।

মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রকাশ্য বিরোধিতাকারী অন্ধকারের অপশক্তি জামায়াতের চরিত্র সাতকানিয়ায় আর গোপন নেই। 'জামায়াতের এক গুণ ধর্মের নামে মানুষ খুন' এ বক্তব্য এখন সাতকানিয়ার ঘরে ঘরে। সন্ত্রস্ত, ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীর সামনে সত্যিকার সৎ, দেশপ্রেমিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রগতিশীল শক্তিকে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছেন এলাকার নিরীহ দেশপ্রেমিক জনগণ। তারা এসব সন্ত্রাসী গ্রেপ্তারে প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা দাবি করছেন।

সাতকানিয়া জামায়াতের কিলিং স্কোয়াডের মূল আরো কয়েকজন

১. থানা আমীর ডা. নূরুল হকের পুত্র ডালিম। প্রতিটি সন্ত্রাসীকে অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নেতৃত্ব দেয়। এখন পর্যন্ত তার নামে থানায় কোনো মামলা নেই এবং সাতকানিয়ার সবচেয়ে বড় অস্ত্রের ভান্ডার তার সংগ্রহে। এলাকায় হত্যা, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ইটভাটা, গাছকাটা, পাহাড় কাটা, বাজারের ইজারা- সবই তার দখলে। ইঞ্জিনিয়ার আমিন হত্যার পর এএসপি মহসিনের নেতৃত্বে সাতকানিয়ায় র‌্যাবের গাড়ি টহল দেয়। অথচ তাদেরই সামনে দিয়ে মোটরসাইকেল নিয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ায় ডালিম। সঙ্গে থাকে তার ক্যাডার এনাম, গলাকাটা মুসা (কে এম আবু মুসা)। এই কিলিং স্কোয়াডে আরো আছে- ২. শহীদুল ইসলাম শহীদ্যা ডাকাত, ৩. ফরিদ চেয়ারম্যানের বডিগার্ড নূরুল আলম, ৪. মোরশেদুল আলম রোকন্যা, ৫. খোরশেদুল আলম, ৬. ফল মহিউদ্দিন (হত্যা মামলাসহ বেশ কয়েকটি মামলায় অভিযুক্ত), ৭. পান হাকিম (হত্যাসহ বহু মামলার পলাতক আসামি, সোনাকানিয়া পাহাড় দখল করে আছে), ৮. বাদাম নাছের এবং ৯. জয়নাল।

সাঈদীর সমাবেশে ১৯ ফেব্রুয়ারি শিবির ক্যাডারদের ৪টি গ্রুপের নেতৃত্বে ছিল ১. ডালিম একে-২২ হাতে ২. কালা এনাম ৩. বাইট্টা আমিন এবং ৪. কে এম আবু মুসা (গলাকাটা মুসা)। সশস্ত্র পাহারায় ৪টি গ্রুপ সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল সেদিন পুরো সাতকানিয়া।